সহস্রশিরসঃ পুংসোনাভীহ্রদসরোরুহাৎ। জাতস্যাসীৎ সুতোধাতুরত্রিঃ পিতৃসমোগুণৈঃ ॥ ১ ॥
তস্মাদ্দৃশোঽভবৎ পুত্রঃ সোমোমৃতময়ঃ কিল ॥ ২ ॥
বিপ্রৌষধ্যুডুগণানাং ব্রহ্মণা কল্পিতঃ পতিঃ। সোঽযজদ্রাজসূয়েন বিজিত্য ভুবনত্রয়ং ॥ ৩ ॥
পত্নীং বৃহস্পতের্দর্পাত্তারাং নামাহরদ্বলাৎ ॥ ৪ ॥
যদা স দেব গুরুণা যাচিতোঽভীক্ষ্ণশো মদাৎ। নাত্যজৎ তৎকৃতে জজ্ঞে সুরদানব বিগ্রহঃ ॥৫॥
শুক্রোবৃহস্পতে র্দ্বেষাদগ্রহীৎসাসুরোডুপং। হরো গুরুসুতং স্নেহাৎ সর্ব্বভূতগণাবৃতঃ।

শ্রীধরস্বামী।

সোমজাদ্বুধাৎ। জাতশ্চৈলঃ স উর্ব্বশ্যামায়ুমুখ্যানজীজনৎ ॥ ১ ॥
দৃগ্ভ্যঃ আনন্দাশ্রুভ্যঃ। অতএবামৃতময়ঃ। কিলেত্যাশ্চর্য্যে। দৃশ ইতি পাঠে দৃশোনেত্রাৎ ॥ ২ ॥
বক্ষ্যমাণ দর্পস্য কারণমাহ বিপ্রেতি ॥ ৩ ॥
সোমস্য পুত্রোবুধ ইতি কথা দ্বারেণাহ পত্নীমিতি সার্দ্ধৈর্নবভিঃ ॥ ৪ ॥
তৎকৃতে তন্নিমিত্তং ॥ ৫ ॥
সুরাণাং দানবানাঞ্চ বিগ্রহে কারণমাহ শুক্র ইতি। অসুরৈঃ সহিত উডুপমগ্রহীদিত্যর্থঃ সন্ধিরার্ষঃ। গুরোঃ সুতং বৃহস্পতি

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তদেতৎ পরমানন্দ বিলসিতং তথৈব মুহুর্মুহুর্মিতমপি শ্রীনারায়ণ মারভ্য শংসিতুমারভতে সহস্রেতি ॥ ১। ২। ৩। ৪। ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

দৃগ্ভ্য আনন্দাশ্রুভ্যঃ অতএবামৃতময়ঃ দৃশ ইতি চ পাঠঃ। অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্। সোমং দুর্ব্বাস সং দত্তমাত্মেশ ব্রহ্ম সম্ভবানিতি চতুর্থোক্তেঃ। সা পুনস্তং স্বগর্ভে দধারেতি কেচিৎ। সঙ্গকালে আনন্দাশ্রুণ্যপি তস্যাং আধত্তে-ত্যন্যে পত্যুঃ পুত্রত্বেন তস্যাএব সুত ইত্যপরে ॥ ৩। ৪। ৫ ॥
সাসুরঃ অসুরৈঃ সহিতঃ উডুপং চন্দ্রমগ্রহীৎ। তস্যৈব পক্ষো বভূব। সন্ধিরার্ষঃ। গুরুসুতমিতি অঙ্গিরসঃ সকাশাৎ প্রাপ্ত

নের নাভি হ্রদ সরোরুহ হইতে যে বিধাতা উৎপন্ন হয়েন, তাঁহার পুত্র অত্রি। তিনি গুণ সমূহে পিতৃ তুল্য হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

সেই অত্রির নেত্র হইতে অমৃতময় সোম নামা তনয় উৎপন্ন হন্ ॥ ২ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ সোমকে বিপ্র, ওষধি তথা নক্ষত্র সকলের অধিপতি করিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করেন ॥ ৩ ॥

একদা ঐ সোম দর্পহেতু বল প্রকাশ পূর্ব্বক বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

হে রাজন্! দেবদানব মধ্যে যে বিগ্রহ হয় তাহার কারণ জান। ভার্য্যা হরণ করিলে পর দেব-গুরু বৃহস্পতি অনেক বার সোমের নিকট গিয়া বনিতা প্রত্যর্পণার্থ প্রার্থনা করিলেন কিন্তু মদমত্ততা প্রযুক্ত সোম গুরুপত্নী পরিত্যাগ করিলেন না। তাহার নিমিত্তই সুর ও অসুরগণ মধ্যে মহা বিগ্রহ উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

বৃহস্পতির উপরে শুক্রাচার্য্যের দ্বেষভাব ছিল, একারণ তিনি আপনার শিষ্য অসুরগণ সহিত সোমকে গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ সোমের পক্ষ হইলেন। আর ভগবান্ হর অঙ্গিরার নিকট বিদ্যা প্রাপ্ত হওয়াতে স্নেহ বশতঃ সকল ভূতগণে পরিবৃত হইয়া নিজ গুরুপুত্র বৃহস্পতিকে গ্রহণ করিলেন। পরে সমুদায় দেবতার সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রও আপনাদের গুরু বৃহস্পতির অনুগামী হইলেন। তাহার

সর্ব্বদেব গণোপেতো মহেন্দ্রো গুরুমন্বয়াৎ। সুরাসুর বিনাশোঽভূৎ সমরস্তারকাময়ঃ ॥ ৬ ॥
নিবেদিতোঽথাঙ্গিরসা সোমং নির্ভৎস্য বিশ্বকৃৎ। তারাং স্বভর্ত্রে প্রাযচ্ছদন্তর্ব্বত্নীমবৈৎ পতিঃ ॥৭
ত্যজ ত্যজাশু দুষ্প্রজ্ঞে মৎক্ষেত্রাদাহিতং পরৈঃ। নাহং ত্বাং ভস্মসাৎ কুর্য্যাং স্ত্রিয়ং সান্তানিকোঽসতি।
তত্যাজ ব্রীড়িতা তারা কুমারং কনকপ্রভং। স্পৃহামাঙ্গিরসশ্চক্রে কুমারে সোম এবচ।
মমায়ং ন তবেত্যুচ্চৈ স্তস্মিন্ বিবদমানয়োঃ। পপ্রচ্ছুর্মুনয়ো দেবা নৈবোচে ব্রীড়িতা তু সা।
কুমারোমাতরং প্রাহ কুপিতোঽলীক লজ্জয়া। কিং নবোচস্যসদ্বৃত্তে আত্মাবদ্যং বদাশু মে ॥ ৮

শ্রীধরস্বামী।

মগ্রহীৎ। অঙ্গিরসঃ সকাশাৎ প্রাপ্তবিদ্যোহর ইতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৬ ॥
নিবেদিতো বিজ্ঞাপিতঃ। বিশ্বকৃৎ ব্রহ্মা। অবৈৎ অবুধ্যত ॥ ৭ ॥
বৃহস্পতিরাহ ত্যজ ত্যজেতি। পরৈ রাহিতং গর্ভং। গর্ভে ত্যক্তে ভস্মীকরিষ্যতীতি বিভ্যতীং প্রত্যাহ নাহমিতি। সান্তা-

ক্রমসন্দর্ভঃ

সুরাসুররো র্ব্বিনাশো যস্মাত্তাদৃশঃ। তারকাময়স্তারকাকারণ ইত্যর্থঃ ॥ ৬। ৭ ॥
ত্যজ ত্যজেতি গৃহাগমনানন্তরং গুরুবচনং ॥
মমায়ং নতবেতি তু পুনঃ সভাগমনে দ্বয়োর্ব্বিবাদঃ। তস্মিন্ পুনর্জাতে সদসি ॥ ৮। ৯। ১০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

বিদ্যোহর ইতি প্রসিদ্ধিরিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৬ ॥
অজো ব্রহ্মা সোমং নির্ভৎস্য তস্মাৎ সকাশাৎ তারাং নিষ্কাশ্য স্বভর্ত্রে বৃহস্পতয়ে সচ পতিস্তাং অন্তর্ব্বত্নী গর্ভবতীং ভবেৎ জ্ঞাবতান্ ॥ ৭ ॥
বৃহস্পতিরুবাচ। ত্যজেতি পরৈরাহিতং গর্ভং মৎক্ষেত্রাদস্মাৎ ত্যজ দূরীকুরু। গর্ভে ত্যক্তে মাং ভস্মীকরিষ্যতীতি বিভ্যতী মাশ্বাসয়ন্নাহ। নাহমিতি সান্তানিকঃ সন্তানার্থী ত্বয়ি সন্তানমুৎপাদয়িতুমনা অস্মীত্যর্থঃ। সান্তানিকে ইতি পাঠে সম্বোধনং ॥

পরেই তারার নিমিত্ত সুর ও অসুরদিগের বিনাশক ঘোরতর সমর আরব্ধ হইল ॥ ৬ ॥

হে রাজন্! কিয়দ্দিন যুদ্ধ হইলে পর দেবগুরু বৃহস্পতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক ঐ বিষয় নিবেদন করিলেন। তাহাতে ব্রহ্মা সোমকে সন্নিধানে আহ্বান করিয়া ভৎর্সনা করিলেন এবং অপহৃতা তারাকে তদীয় স্বামি হস্তে দেওয়াইয়া দিলেন। বৃহস্পতি আপনার বনিতা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারিলেন, ঐ অবলা অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

অতএব তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, অরে দুর্ব্বুদ্ধি! আমার ক্ষেত্রে অন্যের আহিত বীজ ধারণ করিস্, আশু ত্যাগ কর্। অরে অসতি! গর্ভ ত্যক্ত হইলে আমি তোকে বিনষ্ট করিব মনে করিয়া ভীত হইস্ না, যদিও আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তথাচ তুই স্ত্রী জাতি, তোকে ভস্মসাৎ করিব না, অধিকন্তু আমি সন্তানার্থী। পতির এই সকল কথায় তারার অতিশয় লজ্জা হইল। তৎক্ষণাৎ গর্ভ হইতে কনকপ্রভ কুমার পরিত্যাগ করিলেন। হে রাজন্! পরম সুন্দর-কুমার দর্শনে তাহার প্রতি বৃহস্পতি ও সোম উভয়েরই স্পৃহা জন্মিল তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন আমার এই বালক তোমার নহে, সুতরাং দুই জনের মধ্যে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। পুত্রার্থ তাঁহাদিগের বিবাদ দেখিয়া দেব ও ঋষিগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার এ সন্তান? তারা তজ্জন্য অতিশয় লজ্জিতা হইয়া ছিলেন, লজ্জা প্রযুক্ত কিছুই বলিতে পারিলেন না, মৌনভাবে রহিলেন। অনন্তর সেই বালক অলীক লজ্জায় কুপিত হইয়া জননীর প্রতি বলিতে লাগিল, অরে অস-

ব্রহ্মা তাং রহ আহূয় সমপ্রাক্ষীচ্চ সান্ত্বয়ন্। সোমস্যেত্যাহ শনকৈঃ সোমস্তং তাবদগ্রহীৎ।
তস্যাত্মযোনিরকৃত বুধ ইত্যভিধাং নৃপ। বুদ্ধ্যা গম্ভীরয়া যেন পুত্রেণাপোড়ুরাণ্মুদং।
ততঃ পুরূরবা জজ্ঞে ইলায়াং য উদাহৃতঃ॥ ৯॥
তস্য রূপ গুণৌদার্য্য শীলদ্রবিণ বিক্রমান্। শ্রুত্বোর্ব্বশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্ সুরর্ষিণা।
তদন্তিকমুপেয়ায় দেবী স্মরশরার্দ্দিতা॥ ১০॥
মিত্রাবরুণয়োঃ শাপাদাপন্না নরলোকতাং। নিশাম্য পুরুষশ্রেষ্ঠং কন্দর্পমিব রূপিণং।

শ্রীধরস্বামী।

নিকঃ সন্তানার্থী। সান্তানিকে ইতি পাঠে হে সপুত্রে ইত্যর্থঃ॥ ৮॥ রহ একান্তে॥ ৯॥
পুরূরবস উর্ব্বশ্যামায়ু প্রমুখাঃ ষট্ পুত্রো জাতা ইতি বক্তুং কথামাহ তস্যেত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি॥ ১০॥
নন্বু কুতো দেবী মনুষ্যান্তিকমুপগচ্ছেত্তত্রাহ মিত্রাবরুণয়োঃ শাপান্নরলোকতাং মনুষ্য ভাবমাপন্না সতী॥ ১১॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ধৃতিং বিষ্টভ্য তদ্দর্শনেন জাত স্তম্ভাদিবিকার স্তম্ভনায় ধৈর্য্যমবলম্ব্য॥ ১১। ১২॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

আত্মনোঽবদ্যং দোষং কিং ন বদসি॥ ৮॥ রহ একান্তে॥ ৯। ১০॥
মিত্রাবরুণয়ো স্তদ্দর্শন জনিতকাম বিকারয়োরুর্ব্বশীত্বং মানুষীব মনুষ্যভুক্তা ভবেত্যভিশাপাৎ নরলোকতাং নরলোকং॥১৭।১৮॥
নৌ রতিরস্তু॥ ১১। ১২॥

দ্বৃত্তে! কথা কহিতেছিস্ না কেন? শীঘ্র আমার নিকট আপনার দোষ বল্॥ ৮॥

অনন্তর ব্রহ্মা ঐ তারাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া সান্ত্বনা করত জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে! কাহার পুত্র আমার নিকট ব্যক্ত কর। তারা নম্র বদনে এই মাত্র বলিলেন সোমের সন্তান। হে রাজন্! তারার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র সোম (চন্দ্র) সেই পুত্র লইয়া গেলেন। লোক কর্ত্তা বিধাতা ঐ বালকের গম্ভীর বুদ্ধি দেখিয়া "বুধ" নাম রাখিয়াছিলেন। হে মহারাজ! নক্ষত্রপতি সোম সেই পুত্র হইতে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হন্॥ ৯॥

সে যাহা হউক, ঐ বুধ হইতে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। ঐ ব্যক্তি অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। এক দিবস দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রালয়ে তাঁহার রূপ, গুণ, ঔদার্য্য, শীলতা, ধন ও বিক্রম গান করিতেছিলেন, স্বর্ব্বেশ্যা উর্ব্বশী তাহা শুনিয়া কামশরার্দ্দিতা হইল এবং ঐ রাজার নিকট স্বয়ং আগমন করিল॥ ১০॥

হে রাজন্! উর্ব্বশী দেবস্ত্রী হইয়া মানব সমীপে কি প্রকারে গেল এ আশঙ্কা করিও না, মিত্রাবরুণের শাপে সে সময় ঐ অপ্সরাও মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ বিষয়ে পদ্ম পুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডে উর্ব্বশী জন্মানন্তর ইতিহাস যথা। একদা ইন্দ্র উর্ব্বশীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন পদ্মাক্ষি! তুমি আমাকে আত্ম সমর্পণ কর, উর্ব্বশীও দেবরাজের বাক্যে সম্মতা হইয়া গমন করিল, পরে মিত্রদেবতা উর্ব্বশীর রূপলাবণ্য অবলোকন করত কাম মুগ্ধ চিত্তে কহিলেন দেবি! আমাকে আত্ম সমর্পণ কর, তৎ পশ্চাৎ বরুণও ঐ প্রকার প্রার্থনা করিলেন। উর্ব্বশী কাহারও বাক্য প্রতিপালন করিতে সম্মতা হইল না এবং কহিল আমি পূর্ব্বে ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃতা হইয়াছি, তাঁহার অভিলাষপূর্ণ করণানন্তর তোমাদের মনো-

ধৃতিং বিষ্টভ্য ললনা উপতস্থে তদন্তিকে। স তাং বিলোক্য নৃপতির্হর্ষেণোৎফুল্ল লোচনঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা দেবীং হৃষ্টতনূরহঃ ॥ ১১ ॥
শ্রীরাজোবাচ ॥
স্বাগতং তে বরারোহে আস্যতাং করবাম কিং। সংরমস্ব ময়া সাকং রতি নৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥১২
উর্ব্বশ্যুবাচ ॥
কস্যাস্ত্বয়ি ন সজ্জেত মনোদৃষ্টিশ্চ সুন্দর। যদঙ্গান্তরমাসাদ্য চ্যবতেহি রিরংসয়া ॥ ১৩ ॥
এতাবুরণকৌ রাজন্ন্যাসৌ রক্ষস্ব মানদ। সংরংস্যে ভবতা সাকং শ্লাঘ্যঃ স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪ ॥
ঘৃতং মে বীর ভক্ষ্যং স্যান্নেক্ষে ত্বান্যত্র মৈথুনাৎ। বিবাসসং তত্তথেতি প্রতিপদে মহামনাঃ ॥১৫

শ্রীধরস্বামী।

নৌ আবয়োরতিরস্ত্বিতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

যস্য তব অঙ্গান্তরং বক্ষ আসাদ্য রিরংসয়া রন্তুমিচ্ছয়া হ স্ফুটং ন চ্যবতে নাপযাতি যৎ যস্মাদিতি বা ॥ ১৩ ॥

শাপাবসানে ভাষা ভঙ্গমিষেণ জিগমিষোস্তস্য ভাষাবন্ধ মাহ এতাবিতি দ্বাভ্যাং। উরণকৌ মেষৌ ন্যাসৌ নিক্ষেপরূপৌ রক্ষস্ব যঃ শ্লাঘ্যঃ সএব স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ। অতো বিজাতীয়ত্বং ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

হে বীর ঘৃতং মে ভক্ষ্যং স্যাদমৃতং বা আজ্যমিতি শ্রুতেঃ। দেবানাঞ্চামৃতাশিত্বাৎ মৈথুনাদন্যত্র বিবাসসং ত্বাং নেক্ষিষ্যে

শ্রীধরস্বামী।

মনোদৃষ্টিশ্চ ন চ্যবত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

যদ্যস্মাৎ অঙ্গ হে রাজন্ অন্তরং রহসি অবকাশং আসাদ্য প্রাপ্য রিরংসয়া মনশ্চ্যবতে বিকৃতী ভবতি ॥ ১৩ ॥

শাপাবসানমিষেণ স্বর্গং জিগমিষো স্তস্য ভাষাবন্ধমাহ এতাবিতি দ্বাভ্যাং। উরণকৌ মেষৌ ন্যাসৌ নিঃক্ষেপরূপৌ রক্ষ। যঃ শ্লাঘ্যঃ সএব স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃত ইতি বিজাতীয়ত্বং স্ত্রীণামস্মাকং ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

ঘৃতং মে ভক্ষ্যমিত্যমৃতং বা আজ্যমিতি শ্রুতে দৈবানাঞ্চামৃতাশিত্বাৎ ত্বা ত্বাং। তত্তস্যাবচনং তথাস্ত্বিতি প্রতিপেদে অঙ্গীকৃতবান্ ॥ ১৫ ॥

রথ সিদ্ধি করিব। এতৎ শ্রবণে মিত্র ও বরুণ উভয়েই শাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন। অরে বরাঙ্গনে! তোর এই ধর্ম্ম মিথ্যা, তুই স্বর্গে থাকিবার যোগ্য নহিস্, অদ্যই মনুষ্য লোকে গমন করিয়া সোমবংশ জাত পুরূরবাকে ভজন কর। অতএব পুরুষ শ্রেষ্ঠ পুরূরবাকে কন্দর্প তুল্য রূপবান্ শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্য হইয়াছিল, সুতরাং স্বয়ং তাঁহার নিকট গিয়া উপাসনা করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

হে রাজন্! উর্ব্বশীকে অবলোকন করিয়া পুরূরবারও নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। রাজা পুলকাকুল কলেবর হইয়া সুমধুর বচনে কহিলেন। হে বরারোহে! সুখে আগমন হইল, উপবেশন কর, বল আমি কি করিব। হে নিবিড় নিতম্বিনি! আমার সহিত রমণ কর। বহু বৎসর যাবৎ আমাদের উভয়ের পরম সুখে রমণ হউক ॥ ১২ ॥

উর্ব্বশী কহিল হে সুন্দর! তোমার প্রতি কাহার মনঃ ও নয়ন আসক্ত না হইবে? যে হেতু তোমার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হইলে রমণেচ্ছায় কেহই তথা হইতে অপগত হইতে চাহে না ॥ ১৩ ॥

তদনন্তর শাপাবসানে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ছলে প্রস্থানের মানসে কহিতে লাগিল হে রাজন্! এই দুইটী মেষ নিক্ষেপ স্বরূপে রক্ষা কর। হে মানদ! আমি তোমার সহিত রমণ করিব, কারণ যে পুরুষ শ্লাঘ্য, সেই ব্যক্তিই রমণীদিগের বরণীয়, অতএব আপনি বিজাতীয় পুরুষ হইলেও বরণে দোষ নাই ॥ ১৪ ॥

কিন্তু হে বীর! আমি তোমার নিকটে থাকিয়াও নিত্য ঘৃত (অমৃত) আহার করিব, আর মৈথু-

অহোরূপ মহোভাবো নরলোকবিমোহনং। কো ন সেবেতমনুজো দেবীং ত্বাং স্বয়মাগতাং।
তয়া স পুরুষশ্রেষ্ঠো রময়ন্ত্যা যথার্হতঃ। রেমে সুরবিহারেষু কামঞ্চৈত্ররথাদিষু ॥ ১৬ ॥
রমমাণ স্তয়া দেব্যা পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধয়া। তন্মুখামোদমুষিতো মুমুদেহর্গণান্ বহূন্ ॥ ১৭ ॥
অপশ্যন্নুর্ব্বশীমিন্দ্রো গন্ধর্ব্বান্ সমচোদয়ৎ। উর্ব্বশী রহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে ॥ ১৮ ॥
ত উপেত্য মহারাত্রে তমসি প্রত্যুপস্থিতে। উর্ব্বশ্যা উরণৌ জহ্রুর্ন্যস্তৌ রাজনি জায়য়া ॥ ১৯ ॥
নিশম্যাক্রন্দিতং দেবী পুত্রয়োর্নীয়মানয়োঃ। হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ইতি প্রতিপেদে অঙ্গীকৃতবান্ ॥ ১৫ ॥ তদেবাহ অহো ইতি ॥ ১৬ ॥
পদ্মকিঞ্জল্কস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্যা স্তস্যা মুখামোদেন মুষিতঃ প্রলোভিতঃ সন্ ॥ ১৭ ॥ মহ্যং মম ॥ ১৮ ॥
মহারাত্রে মধ্যরাত্রে। মহানিশা দ্বে ঘটিকে রাত্রের্ম্মধ্যম যামযোরিতি স্মৃতেঃ ॥ ১৯ ॥
জিগমিষো স্তস্যাঃ পরুষোক্তিমাহ হতাস্মীতি সার্দ্ধেন। নপুংসা নপুংসকেন ॥ ২০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

নিশম্যেতি ত্রিকং। দেবী আহেতি শেষঃ। যদ্বা। নিশম্যোবাচেতি শেষঃ। যদ্বা দেবীত্যত্র ছান্দস স্তৃতীয়ায়া লুক্ তেন

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ভাবো ভাবহাবাদি ॥ ১৬। ১৭ ॥ মহ্যমাস্থানং মম সভা ॥ ১৮ ॥
মহারাত্রে মধ্যরাত্রে। মহানিশা দ্বে ঘটিকে রাত্রের্ম্মধ্যম যামযোরিতি স্মৃতেঃ ॥ ১৯ ॥
পুত্রয়োর্ম্মেষয়োঃ। নপুংসা নপুংসকেন যত্র বিস্রম্ভাৎ বীরোয়মিতি বিশ্বাসাৎ নিশি নারী যথা তথা শেতে সংত্রস্তঃ। চৌরা-

নাতিরিক্ত সময়ে তোমাকে বিবস্ত্র দেখিতে পারিব না। পুরূরবা তদীয় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে যাহা যাহা বলিল তৎ সমুদায়ই অঙ্গীকার করিলেন ॥ ১৫ ॥

এবং কহিলেন সুন্দরি! তোমার আশ্চর্য্য রূপ ও আশ্চর্য্য ভাব দেখিলেই নরলোকের মোহ হয়। অপর তুমি স্বর্গবাসিনী দেবী, স্বয়ং আগমন করিয়াছ, কোন্ মনুষ্য তোমার সেবা না করিবে? হে রাজন্! এই কথা বলিয়া পুরুষ প্রধান পুরূরবা উর্ব্বশীর সহিত দেবগণের ক্রীড়াস্থল চৈত্ররথ প্রভৃতিতে রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। উর্ব্বশীও যথাযোগ্যরূপে ঐ কার্য্য সম্পাদনে ব্যাপৃতা রহিল ॥ ১৬ ॥

সেই দেবীর গাত্রে পদ্মকিঞ্জল্কের গন্ধ তুল্য সুগন্ধ বহিত, রাজা তাহার সহিত ক্রীড়া করত তদীয় বদন সৌরভে প্রলোভিত হইয়া অনেক দিন পরম আমোদে রহিলেন ॥ ১৭ ॥

এ দিকে দেবরাজ ইন্দ্র সুরপুরে উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া গন্ধর্ব্বদিগকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন উর্ব্বশী কোথায় আছে শীঘ্র লইয়া আইস, আমার স্থান উর্ব্বশী রহিত হইয়া শোভা পাইতেছে না ॥ ১৮ ॥

অতএব মধ্যরাত্রে যখন গাঢ় অন্ধকার উপস্থিত হইল সেই সময় ঐ সকল গন্ধর্ব্ব মর্ত্ত্যলোকে গমন করিল এবং আপনাদের জায়া উর্ব্বশী পুরূরবার নিকট যে দুইটী মেষ নিক্ষেপ স্বরূপে রাখিয়াছিল, তাহা হরণ করিয়া আনিল ॥ ১৯ ॥

সেই দুইটী মেষকে উর্ব্বশী পুত্র তুল্য জ্ঞান করিত, তাহারা গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নীত হইবার সময়

যদ্বিস্রম্ভাদহং নষ্টা হৃতাপত্যাচ দস্যুভিঃ। যঃ শেতে নিশি সন্ত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্।
ইতি বাক্শায়কৈর্বিদ্ধঃ প্রতোদৈরিব কুঞ্জরঃ। নিশি নিস্ত্রিংশমাদায় বিবস্ত্রোঽভ্যদ্রবদ্রুষা ॥২১॥
তে বিসৃজ্যোরণৌ তত্র ব্যদ্যোতন্তস্য বিদ্যুতঃ। আদায়মেষাবায়ান্তং নগ্নমৈক্ষত সা পতিং ॥
ঐলোঽপি শয়নে জায়ামপশ্যন্ বিমনা ইব। তচ্চিত্তো বিক্লবঃ শোচন্ বভ্রাম োন্মত্তবন্মহীং ॥ ২২ ॥
স তাং বীক্ষ্য কুরুক্ষেত্রে সরস্বত্যাঞ্চ তৎ সখীঃ। পঞ্চ প্রহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং পুরূরবাঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যথা নারী তথা সন্ত্রস্তঃ শেতে ॥ ২১ ॥

বিদ্যুতঃ বিশিষ্টদ্যুতিমন্তঃ ব্যদ্যোতন্ত দীপ্তিমকুর্ব্বত। যদ্বা তদৈব তড়িতঃ প্রাকাশন্তেত্যর্থঃ। নগ্নমৈক্ষত অতো ভাষাভঙ্গাৎ নির্জগামেতি জ্ঞেয়ঃ ॥ ২২ ॥

তস্যাঃ সখীশ্চ পঞ্চ বীক্ষ্য সূক্তং শোভন বচনং। অহো জায়ে ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

দেব্যা ইতি বাক্শায়কৈর্বিদ্ধ ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। যো দিবা দিবসে পুমান্ পুংভাব জ্ঞাপকোপি নিশি রাত্রৌ তু নারীব সন্ত্রস্তঃ কেবলং শেতে। গৃহান্তর্দ্বারং পিধায় স্বপিতি নচেত স্ততো রক্ষার্থ ভ্রমতি চেত্যর্থঃ ॥ ২০। ২১ ॥

তচ্চিত্তো বিক্লব ইতি পাঠঃ সম্বন্ধোক্তি মতঃ বিক্লবো বিহ্বল ইতি ব্যাখ্যানাৎ ॥ ২২ ॥

সূক্তং বেদস্থং যৎ সূক্তাখ্যাং তদীয়ং বচনং তদেব প্রাহ ॥ ২৩। ২৪। ২৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

মেষাবানেতুমসমর্থঃ। তস্মাদ্দিবৈব যঃ পুমান্ নিস্ত্রিংশং খড়্গং ॥ ২০। ২১ ॥

বিদ্যুতঃ বিশিষ্ট দ্যুতি মন্তঃ ব্যদ্যোতন্তদীপ্তিমকুর্ব্বত। তদৈব নগ্নমৈক্ষতেতি ভাষা ভঙ্গান্নির্জগামেতি জ্ঞেয়ং ॥ ২২। ২৩ ॥

আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিল, উর্ব্বশী তাহা শুনিতে পাইয়া রাজার নিকট হইতে প্রস্থান বাসনায় খেদ করিতে করিতে কহিল, হাঃ আমি এই কুৎসিত স্বামি হইতে বিনষ্ট হইলাম, ইনি নপুংসক, ইহাঁর পুরুষত্বমাত্র নাই, আপনিই আপনাকে বীর বলিয়া অভিমান করেন ॥ ২০ ॥

ইহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমি নষ্ট হইলাম। আহা! আমার অপত্যগুলি দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইল, আহো! ইনি দিবায় পুরুষ জ্ঞাপক হইয়াও নারীর ন্যায় ভীত হইয়া রাত্রিতে শুইয়া আছেন। হে রাজন্! হস্তী যদ্রূপ অঙ্কুশে বিদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় উর্ব্বশীর ঐ প্রকার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া পুরূরবা সেই রাত্রিতেই নিস্ত্রিংশ (খড়্গ) গ্রহণ পূর্ব্বক রোষে বিবস্ত্র হইয়া মেষাপহারকদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন ॥ ২১ ॥

তদ্দর্শনে গন্ধর্ব্বগণ তৎক্ষণাৎ সেই দুই মেষ পরিত্যাগ করিয়া এবং বিশিষ্ট দ্যুতিশালী হইয়া দীপ্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা দুইটী মেষশাবক লইয়া স্বস্থানে আগমন করিলেন সত্য কিন্তু তখন তিনি নগ্ন থাকাতে উর্ব্বশী তাঁহাকে বিবস্ত্র দেখিল। হে রাজন্! মৈথুন ভিন্ন সময়ে তোমাকে বিবস্ত্র দেখিতে পারিব না, ঐ অপ্সরা এই সময় করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর পুরূরবা শয়নে জায়ার দর্শন না পাওয়াতে অতিশয় বিমনা হইলেন, তদ্গত চিত্ত হইয়া কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক শোকাবেগে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

কিয়দ্দিন পরে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী তীরে সেই অপ্সরা এবং তদীয় পাঁচটী সখী তাঁহার নয়নপথে পতিতা হইল, অতএব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রহৃষ্ট বদনে এই সুশোভন বচন কহিলেন ॥ ২৩ ॥

অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি। মাং ত্বমদ্যাপ্যনির্বৃত্য বচাংসি কৃণবাবহৈ ॥২৪॥
সুদেহোঽয়ং পতত্যত্র দেবি দূরং হৃতস্ত্বয়া। খাদন্ত্যেনং বৃকা গৃধ্রাস্ত্বৎপ্রসাদস্য নাস্পদং ॥২৫॥
উর্ব্বশ্যুবাচ॥
মা মৃথাঃ পুরুষোঽসি ত্বং মাস্মত্বাদ্যুর্ব্বৃকা ইমে। কাপি সখ্যং নবৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হৃদয়ং যথা ॥২৬
স্ত্রিয়োহ্যকরুণাঃ ক্রূরা দুর্ম্মর্ষাঃ প্রিয়সাহসাঃ। ঘ্নন্ত্যল্পার্থেঽপি বিস্রব্ধং পতিং ভ্রাতরমপ্যুত॥
বিধায়ালীক বিস্রম্ভমজ্ঞেষু ত্যক্তসৌহৃদাঃ। নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তদেবার্থত আহ অহো ইতি দ্বাভ্যাং। অনিবৃত্য মৎকৃতাং নির্বৃতিমপ্রাপ্য অনির্ব্বর্ত্যেতি পাঠে মাং নির্বৃতিমগময়িত্বা মন্ত্রানমুক্তেতি বা বচাংসি কৃণবাবহৈ গোষ্ঠীং করবাবহৈ॥ ২৪॥

সুদেহোঽতি কমনীয়োঽয়ং মম দেহঃ॥ ২৫॥

পুরূরবো মামৃথা ইত্যাদি তস্যাঃ সূক্তং তদপ্যর্থত আহ মা মৃথা ইতি চতুর্ভিঃ মাম্রিয়স্ব পুরুষোঽসি অতো ধৈর্য্য মাবহেতি ভাবঃ। ইমে বৃকাঃ প্রসিদ্ধাঃ ইন্দ্রিয়াণি বা ত্বা ইতি ত্বাং মাস্ম অদ্যুঃ ভক্ষয়েয়ুঃ ইন্দ্রিয়বশো মাভবেত্যর্থঃ॥ ২৬॥

প্রিয়ে নিমিত্তে সাহসং যাসাং॥ ২৭॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

কুত ইত্যত্রাহ বৃকাণাং হৃদয়ং যথা তথৈব স্ত্রীণামিত্যর্থঃ॥ ২৬॥

স্ত্রিয় ইতি যুগ্মকং। প্রিয়ে নিজাভিরুচিতে সাহসং যাসাং তাঃ॥ ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

অদ্যাপি অনির্বৃত্য ননির্বৃতা ভূত্বামদত্তাং নির্বৃতিমপ্রাপ্য মাং ত্যক্তুং নার্হসি। অনির্বর্ত্ত্যেতি পাঠে মাং নিঃশেষেণ অবর্ত্তয়িত্বা অজীবয়িত্বেত্যথঃ যদি বা ত্যক্ষ্যসি তদপি ক্ষণং তাবদ্বচাংসি কৃণবাবহৈ গোষ্ঠীং করবাবহৈ॥ ২৪॥

পশ্যন্ত্যাস্তথাদয় মুৎপাদয়তি সুদেহ ইতি॥ ২৫॥

মা মৃথাঃ ন ম্রিয়স্ব পুরুষোঽসীতি নপুংসক লক্ষণ মধৈর্য্যং ত্যজেতি ভাবঃ। ইমে বৃকা ইতি বৃকাঃ খলু ন বৃকাঃ কিন্ত্বিন্দ্রিয়াণ্যেব বৃকা দুর্ব্বারাস্ত্বাং মাস্ম অদ্যুঃ ভক্ষয়েয়ুঃ অজিতেন্দ্রিয়ো মাভূরিত্যর্থঃ॥ ২৬॥

যত্র ত্বং বিস্রম্ভা দুর্লভং মানুষ্যং বিফলয়সি তাসামস্মাকং স্ত্রীজাতীনাং স্বভাবং শৃণ্বিত্যাহ স্ত্রিয় ইতি দ্বাভ্যাং দুর্ম্মর্ষা অপরাধাসহিষ্ণবঃ প্রিয়ার্থ মধর্ম্মাদাবপি সাহসং যাসাং তাঃ॥ ২৭॥

অহো জায়ে! থাক, থাক। হে ঘোরে! আমি অদ্যাপি সুস্থ হই নাই, আমাকে সুস্থ না করিয়া পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না, আইস, দুই জনে একত্র বসিয়া কথা কহি॥ ২৪॥

হে দেবি! আমার এই অতি কমনীয় কলেবর তোমা কর্ত্তৃক দূরে হৃত হইয়া এই খানে পড়িয়া যায় এবং তোমার প্রসন্নতার আস্পদ না হওয়াতে এই দেখ গৃধ্র ও বকগণ ইহাকে খাইয়া ফেলে॥ ২৫

উর্ব্বশী কহিল রাজন্! মরিও না, তুমি পুরুষ ধৈর্য্য অবলম্বন কর, এই সকল বৃক অথবা প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে ভক্ষণ না করুক, অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রিয় পরবশ হইও না। হে রাজন্! স্ত্রীদিগের কুত্রাপি সখ্য থাকে না তাহাদের হৃদয় বৃকদের হৃদয় তুল্য॥ ২৬॥

যে হেতু রমণীগণ স্বভাবতঃ অকরুণ, ক্রূর ও ক্ষান্তি রহিত, প্রিয়ের নিমিত্ত অধর্ম্মাদিতে সাহস করিয়া থাকে, অল্প বিষয়ের নিমিত্তও বিশ্বস্ত পতি অথবা ভ্রাতার প্রাণবধ করে। অধিকন্তু যাহারা পুংশ্চলী, স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়ায়, তাহারা সৌহার্দ্দকে একেবারে বিসর্জন দিয়াছে, অজ্ঞ পুরুষের নিকট বাহ্য অলীক প্রণয় দর্শন করে, কিন্তু অপ্রকাশে সদাই নূতন নূতন অভিলাষ করিয়া থাকে॥২৭॥

সংবৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বর। রংস্যত্যপত্যানিচ তে ভবিষ্যন্ত্যপরাণি ভোঃ ॥ ২৮ ॥
অন্তর্ব্বত্নীমুপালক্ষ্য দেবীং স প্রযযৌ পুরীং। পুনস্তত্র গতোঽব্দান্তে উর্ব্বশীং বীরমাতরং ॥
উপলভ্য মুদাযুক্তঃ সমুবাস তয়া নিশাং। অথৈনমুর্ব্বশী প্রাহ কৃপণং বিরহাতুরং ॥
গন্ধর্ব্বানুপধাবেমাং স্তুভ্যং দাস্যন্তি মামিতি ॥ ২৯ ॥
তস্য সংস্তুবতস্তুষ্টা অগ্নিস্থালীং দদুর্নৃপ ॥ ৩০ ॥
উর্ব্বশীং মন্যমানস্তাং সোঽবুধ্যত চরন্ বনে ॥ ৩১ ॥
স্থালীং ন্যস্য বনে গত্বা গৃহানাধ্যায়তো নিশি। ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্ত্তত ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তং সান্ত্বয়তি সংবৎসরান্ত ইতি অপরাণীতি বচনাৎ অন্তর্ব্বত্নীমুপালক্ষ্য ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥
অনেনাগ্নিনা কর্ম্ম কৃত্বা তদ্বশাদুর্ব্বশীং প্রাপ্স্যতীত্যভিপ্রায়েণাগ্নিস্থালীং দদুঃ ॥ ৩০ ॥
সতু তাং স্থালীমেব উর্ব্বশীং মন্যমানস্তয়া সহিতো বনে বিচরন্ নেয়মুর্ব্বশী কিন্তু অগ্নিস্থালীত্যবুধ্যত ॥ ৩১ ॥
ততশ্চ তাং স্থালীং বনে স্থাপয়িত্বা গৃহান্ গত্বা নিশি নিত্যং তামেবা ধ্যায়ত স্তস্য মনসি ত্রেতায়াং ত্রয়ী অবর্ত্তত কর্ম্মবোধকং

ক্রমসন্দর্ভঃ।

স্থাল্যা মুর্ব্বশী মননং তৎ প্রাপ্ত্যা তৎ প্রাপ্তিরেব জাতেতি মননাবেশাৎ। বোধশ্চাতি পরিচয়ে সতীতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩২। ৩৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

প্রবোধয়িতুমশক্যং পুনঃ সান্ত্বয়তি। সংবৎসরান্ত ইতি ॥ ২৮ ॥ অন্তর্ব্বত্নীমুপালক্ষ্যেতি তস্যা অপরাণীতি বচনাৎ ॥ ২৯ ॥
তস্য তস্মিন্ গন্ধর্ব্বান্ স্তবতি সতি তুষ্টা গন্ধর্ব্বা অনেনাগ্নিনা কর্ম্ম কৃত্বা তদ্বশাদুর্ব্বশীং প্রাপ্স্যসীত্যভিপ্রায়েণাগ্নি স্থালীং দদুঃ। সতু উর্ব্বশ্যা মত্যাবেশাৎ কামান্ধস্তাং স্থালীমেবোর্ব্বশীং মন্যমান স্তয়া সহিতো বনে বিচরন্ সঙ্গ সময়ে নেয়মুর্ব্বশী কিন্ত্বগ্নি স্থালীত্য বুধ্যত ॥ ৩০। ৩১ ॥
নিশি আ সম্যক্ তামুর্ব্বশীমেব ধ্যায়ত স্তস্য ত্রেতারম্ভে ত্রয়ী অবর্ত্তত কর্ম্মবোধকং বেদত্রয়ং প্রাদুরভূদিতি কামিনএব কর্ম্ম কার্য্য

সে যাহা হউক, তুমি সম্বৎসরান্তে এক রাত্রি মাত্র আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পাইবে তাহাতেই তোমার অপরাপর সন্তান উৎপন্ন হইবে ॥ ২৮ ॥

হে রাজন্! তদনন্তর পুরূরবা ঐ দেবীকে সসত্ত্বা দেখিয়া ত্বদীয় বাক্য স্বীকার করত আপনার পুরে আগমন করিলেন। কিন্তু বৎসর শেষ হইবামাত্র পুনরায় সেই স্থানে গেলেন। বীরপ্রসবিনী উর্ব্বশীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার পরম হর্ষ জন্মিল, প্রমুদিত চিত্তে তাহার সহিত এক রাত্রি বাস করিলেন। পরে বিচ্ছেদ ভয়ে রাজার, অন্তঃকরণ আকুল হইল। উর্ব্বশী দীন নরপতিকে বিরহাতুর দেখিয়া কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন রাজন্! আমার নিমিত্ত বিষণ্ণ হইতেছ কেন? গন্ধর্ব্বদিগের অনুনয় কর, ইহাঁরা আমাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতে পারিবেন ॥ ২৯ ॥

হে মহারাজ! উর্ব্বশীর ঐ কথায় পুরূরবা গন্ধর্ব্বদিগের স্তব আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অচিরেই তাঁহাদের সন্তোষ জন্মিল। তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া রাজাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ অগ্নি দ্বারা কর্ম্ম করিলে তদ্যোগে উর্ব্বশী লাভ হইবে ॥ ৩০ ॥

কিন্তু পুরূরবা সেই অগ্নিস্থালীকেই উর্ব্বশী বোধ করিয়া তাহার সহিত কতক দিন বনে বনে বিহার, করিলেন পরে তাঁহার ভ্রম দূর হইল, অর্থাৎ এ উর্ব্বশী নহে, কিন্তু অগ্নি স্থালী, ইহা বুঝিতে পারিলেন ॥ ৩১

তদনন্তর সেই অগ্নিস্থালী বন মধ্যে স্থাপন করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক নিত্য রজনীযোগে তাহারই

স্থালীস্থানং গতোঽশ্বত্থং শমীগর্ভং বিলক্ষ্য সঃ। তেন দ্বে অরণী কৃত্বা উর্ব্বশীলোককাম্যয়া ॥৩৩॥
উর্ব্বশীং মন্ত্রতোধ্যায়ন্নধরারণিমুত্তরাং। আত্মানমুভয়োর্মধ্যে যত্তৎ প্রজননং প্রভুঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্য নির্ম্মথনাজ্জাতো জাতবেদা বিভাবসুঃ। ত্রয্যা সবিদ্যয়া রাজ্ঞা পুত্রত্বে কল্পিতস্ত্রিবৃৎ ॥ ৩৫ ॥
তেনাযজত যজ্ঞেশং ভগবন্তমধোক্ষজং। উর্ব্বশীলোকমন্বিচ্ছন্ সর্ব্বদেবময়ং হরিং ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

বেদত্রয়ং প্রাদুরভূৎ ॥ ৩২ ॥

ততঃ স্থালীস্থানং গতঃ সন্ তত্র শ মা গর্ভে জাতমশ্বত্থং বিলক্ষ্য। অস্মিন্নসাবগ্নিরস্তীতি বিশেষেণ লক্ষয়িত্বা তেনাশ্বত্থেন দ্বে অরণী কৃত্বা অগ্নিং মমন্থেতি শেষঃ। শমীগর্ভাদগ্নিং মমন্থেতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

মথনপ্রকারমাহ অধরারণিমুর্ব্বশীং ধ্যায়ন্ উত্তরাঞ্চারণিমাত্মানং ধ্যায়ন্ উভয়োররণ্যোর্ম্মধ্যে যৎ কাষ্ঠং তৎ প্রজননং পুত্রং ধ্যায়ন্। তথাচ মন্ত্রঃ। উর্ব্বশ্যা উরসি পুরূরবা ইতি ॥ ৩৪ ॥

তস্য তেন কৃতাগ্নির্ম্মথনাদ্বিভাবসুরগ্নির্জ্জাতঃ। কথং ভূতঃ জাতং বেদোধনং ভোগ্যং যস্মাৎ। সচ ত্রয্যা বিদ্যয়া বিহিতেনাধান সংস্কারেণ ত্রিবৃৎ আহবনীয়াদিরূপঃ সন্ রাজ্ঞা পুরূরবস্য পুত্রত্বে কল্পিতঃ পুণ্যলোকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

তদাহ তেনেতি ॥ ৩৬ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

পুরা ব্রাহ্ম কল্পস্য প্রথম সত্যযুগ ইতোবার্থঃ। স্বায়ম্ভুবমারভ্য বেদাদি বর্ণানাং ভেদ ব্যবহার শ্রবণাৎ ॥ ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী

মিত্যভিব্যঞ্জিতং ॥ ৩২ ॥

ততশ্চ স্থালী যত্র ন্যস্তা তৎ স্থানং গতঃ সন্ ছোকর ইতি খ্যাতে শম্যা গর্ভে জাতমশ্বত্থং বিলক্ষ্য তেনৈবাশ্বত্থেন দ্বে অরণী কৃত্বা অগ্নিং মমন্থেতি শেষঃ। শমীগর্ভাদগ্নিং মমন্থেতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

মন্থন প্রকারমাহ অধরারণি মুর্ব্বশীং ধ্যায়ন্নুত্তরারণিঞ্চাত্মানং ধ্যায়ন্ উভয়োর্ম্মধ্য যৎকাষ্ঠং তৎ প্রজননং পুত্রং ধ্যায়ন্। তথাচ মন্ত্রঃ উর্ব্বশ্যামুরসি পুরূরবা ইতি ॥ ৩৪ ॥

তস্য তৎ কর্ত্তৃকাগ্নির্ম্মথনাৎ বিভাবসুরগ্নির্জ্জাতঃ। জাতং বেদোধনং ভোগ্যং যস্মাৎ সচ ত্রয্যা বিদ্যয়া সংস্কৃতো রাজ্ঞা পুত্রত্বেন কল্পিতঃ পুণ্যলোক প্রাপকত্বাৎ। ত্রিবৃৎ আহবনীয়াদি রূপঃ ॥ ৩৫ ॥ তেনাগ্নিনা ॥ ৩৬ ॥

ধ্যান করিতে লাগিলেন, তাহাতে ত্রেতা যুগ প্রবৃত্তির সময় তদীয় হৃদয়ে কর্ম্ম বোধক বেদত্রয় প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৩২ ॥

তাহার পরে তিনি পুনরায় অগ্নিস্থালীর স্থানে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন শমীবৃক্ষের গর্ভে একটী অশ্বত্থ তরু জন্মিয়াছে। অতএব এতন্মধ্যে অগ্নি আছে ইহা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া উর্ব্বশীলোককামনায় রাজা সেই অশ্বত্থ দ্বারা দুইটী অরণী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অগ্নি মন্থন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

হে রাজন্। পুরূরবা কি প্রকারে অগ্নি মন্থন করেন বলি শ্রবণ কর। মন্ত্রানুসারে অধর অরণিটীকে উর্ব্বশী এবং উত্তর অরণিকে আত্মা বোধ করিয়া এই দুইয়ের মধ্যে যে কাষ্ঠখণ্ড ছিল তাহাকে পুত্র স্বরূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর সেই অরণি মন্থন করিবা মাত্র তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। ঐ অগ্নি সামান্য নহে, তাহা হইতেই ভোগ্য ধন জন্মে। তদনন্তর সেই অগ্নি ত্রয়ী বিদ্যায় বিহিত, আধান সংস্কার দ্বারা ত্রিবিৎ অর্থাৎ আহবনীয়াদি ত্রিরূপ হইলে পর রাজা সেই ত্রিবিৎ অগ্নিকে আপনার পুত্র বলিয়া কল্পনা করিলেন ॥ ৩৫ ॥

এবং উর্ব্বশীলোক কামনা করিয়া তাহার দ্বারা সর্ব্বদেবময় যজ্ঞেশ ভগবান্ হরির যজ্ঞ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। দেবোনারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এবচ ॥ ৩৭

পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ। অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্ব্বমেয়িবান্ ॥ ৩৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে ঐলোপাখ্যানং চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ঐলস্য চোর্ব্বশী গর্ভ্ভাৎ ষড়াসন্নাত্মজা নৃপ। আয়ুঃ শ্রুতায়ুঃ সত্যায়ুরয়োঽথ বিজয়ো জয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্থ অনাদির্ব্বেদত্রয় বোধিতো ব্রাহ্মণাদীনাং ইন্দ্রাদ্যনেকদেবযজনেন স্বর্গ প্রাপ্তি হেতুঃ কর্ম্মমার্গঃ। কথং সাদিরিব বর্ণ্যতে তত্রাহ এক এবেতি দ্বাভ্যাং। পুরাকৃত যুগে সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ সর্ব্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণব এক এব বেদঃ দেবশ্চ নারায়ণ একএব। অগ্নিশ্চৈক এব লৌকিকঃ। বর্ণশ্চৈক এব হংসো নাম ॥ ৩৭ ॥

বেদত্রয়ীতু পুরূরবসঃ সকাশাৎ আসীৎ। এয়িবান্ প্রাপ। অয়ং ভাবঃ কৃতযুগে সত্ত্ব প্রধানাঃ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽপি ধ্যাননিষ্ঠাঃ। রজঃ প্রধানেতু ত্রেতাযুগে বেদাদি বিভাগেন কর্ম্মমার্গ প্রকটো বভূবেতি ॥ ৩৮ ॥

॥ * ॥ ইতি নবমে চতুর্দ্দশঃ ॥ * ॥

ততঃ পঞ্চদশে গাধিরৈল পুত্রান্বয়েঽজনি। যদ্দৌহিত্র সুতোরামঃ কার্ত্তবীর্য্যমহন্ রুষা ॥ ১ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ

পুরূরবস এবেতিতু তদ্যজ্ঞারম্ভস্য তত্র ত্রেতা মুখে তস্মাদেব তত্ত্বং প্রবর্ত্তনং তদ্বৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্যতোন্যত ইত্যভিপ্রায়াৎ। অত এব পুরুষার্দ্বর্ণ চতুষ্টয়োৎপত্তিশ্চ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাল ব্যবধানতো জ্ঞেয়া ॥ ৩৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

নন্থ বেদত্রয়বোধিতঃ কর্ম্মমার্গঃ প্রাঙ্নাসীৎ সত্যং প্রকটোনাসীদেবেত্যাহ এক এবেতি দ্বাভ্যাং। পুরা কৃতযুগে সর্ব্ব বাঙ্ময়ঃ সর্ব্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণব এক এব বেদঃ দেবশ্চ নারায়ণ একএব অগ্নিশ্চৈক এব লৌকিকঃ বর্ণশ্চৈকঃ হংসোনাম যতঃ কৃত যুগে সত্ত্ব প্রধানাঃ প্রায়সঃ সর্ব্বেপি ধ্যাননিষ্ঠা এবেতি ॥ ৩৭ ॥

ত্রেতারম্ভে পুরূরবসঃ সকাশাদেব কর্ম্মমার্গ প্রাদুর্ভাবঃ। এবং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরাদাবপি। বহু চতুর্যুগ ব্যাপক রাজত্বদ্ভ্যঃ। প্রিয়ব্রতাদিভ্য এব তত্র তত্র ত্রেতারম্ভে কর্ম্ম প্রাদুর্ভাব ইত্যপি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৮ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। চতুর্দ্দশোঽয়ং নবমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

ঐলবংশভুবো গাধে দৌহিত্রাত্মজ ঈশ্বরঃ। অর্জ্জুনং দেনু হর্ত্তারং রামঃ পঞ্চদশেঽবধীৎ ॥ ১ ॥

হে রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্ব প্রকার বাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ, দেবতাও একমাত্র নারায়ণ, অগ্নিও একমাত্র লৌকিক এবং বর্ণও হংস নামে একমাত্র ছিল ॥ ৩৭ ॥

পরে ত্রেতা যুগের প্রথমে পুরূরবা হইতে দেবত্রয় হয়, একারণ ঐ যুগে ঐ রাজা অগ্নিরূপ প্রজা দ্বারা গন্ধর্ব্ব লোক প্রাপ্ত হন। ফলতঃ সত্যযুগে সকল ব্যক্তিই সত্ত্বগুণ প্রধান ছিল, সুতরাং প্রায় সকলেই ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া থাকিত। তাহার পর রজোগুণ প্রধান ত্রেতা যুগে বেদাদির বিভাগ দ্বারা কর্ম্মমার্গ প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

॥ * ॥ ইতি নবমে চতুর্দ্দশ ॥ * ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ঐল পুত্রের বংশে গাধির জন্ম, এবং ঐ গাধির দৌহিত্র সন্তান রাম কর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য্যের বধ ॥ ০ ॥

অনন্তর শুকদেব কহিলেন রাজন্! ঐলের উর্ব্বশী গর্ভে ছয়টী সন্তান হয়, তাহাদের নাম আয়ু,